RANJAN BEHERA

2nd Sem - GE-2, and
4th Sem - GE-4
Education Hons-Pass

অপসংগতি কাকে বলে? অপসংগতির কারণগুলি আলোচনা কর? (Mal-adjustment) ⑧

Ans:→ অপসংগতি বলতে পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সংগতি বিধানের অসমর্থ্যকে বোঝায়। ব্যক্তি যখন পরিবেশের উপর নিজস্ব প্রতিক্রিয়ার সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে না, তখন তাকে বলা হয় অপসংগতি। যে ব্যক্তির জীবনে প্রাথমিক চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি ঘটে না, তার মধ্যে প্রাক্ষোভিক অসাম্য দেখা দেয় এবং মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এর ফলে তার ব্যক্তির আচরণ প্রভাবিত হয় এবং সে নানা অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক আচরণ সম্পন্ন করে। এই ধরনের অবস্থাকে বলা হয় অপসংগতি। যেসব শিশুর প্রক্ষোভময় জীবনে নিরাপত্তার অভাব ও বিশৃঙ্খলা আছে তাদের অপসংগতি সম্পন্ন শিশু আখ্যা দেওয়া হয়। অপসংগতি বিশিষ্ট শিশু বলতে সেই সব শিশুদের বোঝানো হয় যাদের মধ্যে প্রক্ষোভমূলক অস্থিরতা বা মানসিক বিশৃঙ্খলা দেখা যায় এবং যাদের ব্যক্তিগত সামাজিক ও শিক্ষাগত ব্যাপারে সংগতি স্থাপনের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষামূলক পরিচালনার প্রয়োজন হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানাধরনের অপসংগতিমূলক আচরণ দেখা যায়, যেমন - ভীরুতা, আক্রমনধর্মীতা, ক্লাস পালানো, মিথ্যাভাষন, চুরি করা ইত্যাদি।

(*) **অপসংগতির কারণ:—**

সাধারনভাবে চাহিদার অপরিতৃপ্তির ফলে অপসংগতি দেখা দিলে ও মনোবিদগন অপসংগতির কতকগুলি বিশেষ কারন নির্দেশ করেছেন সেগুলি হল—

① **নিরাপত্তার অভাববোধ:—** কোনো বিশেষ চাহিদাকে পরিতৃপ্তি করতে গিয়ে ব্যক্তি যদি বাধা পায় এবং তার মধ্যে এই ধারনা জন্মায় যে, পাশাপাশি অন্যান্য ব্যক্তিরা বা পরিবেশ তার এই চাহিদা পরিতৃপ্তির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাহলে তার মধ্যে এই ধরনের অভাববোধ আসে, ক্রমে ব্যক্তির মনে দৃঢ় ধারনা জন্মে যে, সে নিজেকে অন্যের কাছে অবাঞ্ছিত ও পরিত্যক্ত। গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশে স্নেহ-মমতার অভাব, রূঢ় মন্তব্য, কঠিন কাজের চাপ, শিশুর শাস্তিদান, অবহেলা, বিদ্রূপ প্রভৃতির ফলে শিশুর মনে নিরাপত্তার অভাববোধ সৃষ্টি হয়।

② **আক্রমনাত্মক মনোভাব:—** অপসংগতির আরেকটি কারন

হল আক্রমনমূলক মনোভাব। শিশু যদি পদে পদে তার স্বাভাবিক প্রবনতার বিরুদ্ধ - অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহলে তার মধ্যে আক্রমনাত্মক মনোভাব সৃষ্টি হয়, এর ফলে শিশুর সহপাঠী দের নানা ধরনের আক্রমন বা নিপীড়ন করে এবং বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাকে বিঘ্নিত করে, বিদ্যালয়ের তাড়নায় এই ধরনের শিক্ষার্থী তার এই মনোভাবকে অবদমনের চেষ্টা করে এবং তার ফলে তার প্রবনতা ও বিদ্যালয়ের বড়োদের নিয়ন্ত্রন— এই দুই শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এই দ্বন্দ্বের ফলে শিশুর আচরনে অপসংগতি দেখা যায়। পিতামাতা বা শিক্ষকের বৈষম্যমূলক আচরন, অতিরিক্ত শাসন ও নিয়ন্ত্রন, অনাদর, অবহেলা প্রভৃতি শিশুকে আক্রমনধর্মী করে তোলে।

③ অপরাধমূলক অনুভূতি:— অনেক সময় শিশু তার নিজঅজান্তে এমন কিছু অসামাজিক আচরন সম্পাদন করে ফলে যার দরুন তার মধ্যে অপরাধমূলক আচরন বোধের জন্ম নেয়। এই অনুভূতির জন্য সে সবসময় সংকুচিত থাকে এবং কোনো কাজই আত্মবিশ্বাসের সাথে সম্পাদন করতে পারে না। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা অনেক মিথ্যা কথা বলে, অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপায় এইগুলি অপসংগতি মূলক আচরন হিসেবে পরিগণিত হয়।

④ মানসিক দ্বন্দ্ব:— অপসংগতির কারন হিসেবে সাধারনত মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বকেই মনোবিদরা দায়ী করেছেন। ফ্রয়েড এর মতে ব্যক্তির বিশেষ ইচ্ছা সমাজে উপযুক্ত না ও হতে পারে, সেইসবক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, ফলে তাদের মধ্যে নানারূপ অপসংগতিমূলক আচরন দেখা দেয়।

⑤ বিকৃত যৌনচেতনা:— কৈশোরে শিক্ষার্থীদের মনে যৌনচেতনা উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যদি যৌন কৌতূহল পরিতৃপ্ত না হয়, তাহলে তারা বিকৃতভাবে যৌন চেতনাকে মেটাতে চায়। এর ফলে তারা বিদ্যালয়ের পাঠে সুস্থ মনোযোগ দিতে পারে না এবং বিদ্যালয়ে নানারূপ অসামঞ্জস্যপূর্ন বা অসামাজিক আচরন সম্পন্ন করে। এর ~~ফলে~~ দ্বারা অপসংগতির সৃষ্টি হয়।

⑥ শারীরিক বঞ্চনা:— ব্যক্তি যদি শারীরিক বঞ্চনায় শিকার হয়, তবে তার সংগতিবিধানের সমস্যা দেখা দিতে পারে। অন্ধত্ব, বধিরতা, পঙ্গুতা, দীর্ঘঅসুস্থতা

ইত্যাদি ব্যক্তির সংগতিবিধানে বাধা সৃষ্টি করে অর্থাৎ অপসংগতি দেখা দেয়।

③ **বিপর্যস্ত পরিবার:—** বিপর্যস্ত পরিবারের শিশুরা স্নেহ, ভালোবাসা ও সমানুভূতি থেকে বঞ্চিত, তাদের মধ্যে নিরাপত্তা বোধের অভাব ঘটে এবং প্রাক্ষোভিক ভারসাম্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই অবস্থায় তাদের মধ্যে অপসংগতিমূলক আচরণ দেখা দেয়।

④ **অতিরিক্ত শাস্তি বা নিয়ন্ত্রণ:—** বিদ্যালয়ে যদি শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত শাস্তি কিংবা অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাহলে তারা অনেক বিভিন্ন কাজকর্মে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যোগদান করতে চায় না। উপরন্তু এই ধরনের বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার অভাবের ফলে নানাধরনের অপসংগতিমূলক আচরণ করে।

⑦ **পিতামাতার অতিরিক্ত প্রত্যাশা:—** যে সমস্ত পিতামাতা শিশুর শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা বিবেচনা না করে সন্তানের কাছ থেকে অধিক প্রত্যাশা করেন বা সন্তানের সাফল্য নির্দিষ্ট করেন সেই সব শিশুদের হতাশা দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। এই হতাশা শিশুদের মধ্যে নানারকম অপসংগতিমূলক আচরণের কারণ হয়ে উঠে।

⑧ **আর্থিক অসচ্ছলতা/দারিদ্রতা:—** অনেক সময় শিক্ষার্থীরা আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য বিদ্যালয়ে সবার সঙ্গে সব ব্যাপারে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না, এতে তার মনে হীনমন্যতাবোধ সৃষ্টি হয়। নিম্নবিত্ত পরিবারে পিতামাতা শিশুদের ~~নিম্নবিত্ত~~ নিম্নতম বিভিন্ন চাহিদাগুলি পূরণে অসমর্থ হয় দারিদ্রতার জন্য। এই অপূর্ণ চাহিদা শিশুদের অপসংগতির মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়।